অনন্ত বিজয়কে

'প্রশ্ন করা যতটা সহজ, উত্তর দেওয়া ততটাই কঠিন'

উপরোল্লেখিত মটোর উপর ভিত্তি করেই আমি কিন্তু অভিজিৎকে প্রশ্নের-পর-প্রশ্ন করে গেছি! অভিজিতের কাছে উত্তর পাওয়ার যে আস্থা আমার আছে সেরকম কোন আস্থা কিন্তু তুমি আমার উপর রাখতে পারবে না! অধিকন্তু তোমার লেখা পড়ে মনে হয়েছে যে, তুমি আমার চেয়ে এসব ব্যাপারে ঢের বেশী পড়ালেখা করো ও সেই সাথে ভালো জ্ঞানও আছে। সুতরাং আমার থেকে কিছু আশা করাটা কিন্তু একটু বেশী হয়ে যাবে। তবে যে কোন সময় যে কোন ধরনের প্রশ্ন আমাকে করতে পারো। উত্তর দিতে পারলে দেব, না পারলে বলবো উত্তর জানা নেই। অথবা সম্ভব হলে অন্য কারো সাহায্যও নিতে পারি। এই ফাঁকে বলে রাখি, আমাকে আবার স্কলার বা এরকম কিছু যেন ধরে নিও না। আমিও কিন্তু তোমার মতোই একজন, বয়সেই শুধু বড়। আর আমি প্রশ্ন করতেই কিন্তু বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করি, কারণ প্রশ্ন করা সহজ। উত্তর দেওয়ার তেমন একটা অভিজ্ঞতা নেই। আর আমাকে 'শ্রদ্ধেয়' বলার কোনই দরকার নেই। শুধু 'রায়হান ভাই/দাদা' বললেই হবে, এমনকি ইন্টারনেটের লেখাতে 'রায়হান সাহেব' বললেও কিছু মনে করবো না।

যাহোক, আমার লেখার উপর অনেক প্রশ্ন সম্বলিত সুন্দর একটি লেখার জন্য ধন্যবাদ। আমি সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো।

বি.দ্র. : আমি মূলতঃ ইসলামের নামে ভ্রান্ত ধারণাগুলো ক্লেয়ারিফাই করার-ই চেষ্টা করি। অর্থাৎ আমি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যে, কোন্‌টা ইসলাম নয় (What is NOT Islam, NOT what is Islam)। আমি কী বলতে চেয়েছি আশা করি বুঝতে পারছো।

নাম্বার-১:

আমি রূপকের উদাহরণ দিয়ে শুধু আয়াত ৩:৭ উল্লেখ করে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেছি। তুমি বাকি যে আয়াতগুলো (১৭:৩৬, ৪৫:১৩, ৩৮:২৯, ৩:১৯০, ৩:১৯১, ১০:২৪, ৬:৫০, ৬:৯৮, ১৯:১, ১৩:৩, ১৬:১১-১২, ১৬:৬৯, ৩০:৮, ৩০:২১, ৩৯:২৭) বসিয়ে দিয়েছ সেগুলো কিন্তু অন্য অর্থে ব্যবহার করেছি, রূপক অর্থে নয়! ভালো করে আরেকবার চেক করে নাও।

আমি কিন্তু সব জায়গায় 'রূপক' টেনে নিয়ে আসিনি! যেমন পৃথিবীর আকার ও ঘুর্ণন বিষয়ে আলোচনায় যথাসাধ্য লজিক দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। এখানে কিন্তু 'রূপক' নিয়ে এসে সহজেই পার পাওয়ার চেষ্টা করিনি! এমনকি কিছু কিছু আয়াত অনেকে ব্যাখ্যা করতে না পারলেও সেখানে কিন্তু রূপক'কে টেনে এনে জাস্টিফাই করে না। সুতরাং তোমার ব্র্যাকেটের ভেতরের অভিযোগ কিন্তু সঠিক না! দয়া করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো।

'কোন্ কোন্ আয়াতগুলিকে রূপক অর্থে গ্রহণ করাতে হবে?' - এর উত্তর কোরানে লিখা নেই বলেই আমি জানি (যদিও ১০০% নিশ্চিৎ না)। সব আয়াতগুলকে যেমন রূপক অর্থে নিতে বলা হয়নি, তেমনি আবার কোন্ কোন্ আয়াতগুলিকে রূপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে এরকম কোন কথাও লিখা নেই। তবে সবগুলো আয়াতকে যে রূপক অর্থে নিতে হবে না সেটা কোরান পড়ে থাকলে সহজেই বুঝতে পারছো। যেমন

হেভেন ও হেল সরাসরি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (৪৭:১৫)। এরকম আরো কিছু বিষয়ও সরাসরি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে একদম এক্সপ্লিসিটলি কিছু মনে হয় বলা নেই।

নাম্বার-২:

১-নাম্বার উত্তর দ্রষ্টব্য। কোন আয়াত ব্যাখ্যা করতে না পারলেই কিন্তু কেহ রূপকের আশ্রয় নিচ্ছে না। ব্যাপারটা আবারো বোঝার চেষ্টা করো। তুমি যেটা অনুমান করছো সেটা হয়তো সঠিক না। তুমি কি একটা বই লিখে এরকম কিছু ফাঁক-ফোঁকর রেখে পার পেতে পারবা? চেষ্টা করে একবার দেখিয়ে দিয়ে বলো যে এটা সহজেই সম্ভব।

নাম্বার-৩:

ঈশ্বর/আল্লাহতে বিশ্বাস না করে 'কোরান আল্লাহর বাণী নাকি মুহাম্মদের বাণী?' প্রশ্নটা কিন্তু একদমই মিনিংলেস। সুতরাং এরকম প্রশ্ন তোমার মনে আসতেই পারেনা। ভেবে দেখ ভালো করে। তুমি যেহেতু রূপকের ব্যাপারটা প্রথমেই ভুল করে বসেছ সেহেতু বাকী অংশের প্রশ্নের কী উত্তর দেব ঠিক বুঝতে পারছি না।

নাম্বার-৪:

রূপক-ও কিন্তু একটি অনুধাবন করার বিষয়, কি বলো। আমি যদি কোন একটি বিষয়কে রূপকের মতো মনে হলেও সেটা যদি সহজেই বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু কারো কিছু বলার থাকবে না। এভাবে উত্তরটা কিন্তু খুব সহজেই দেওয়া যায়। যেমন ধর, কেহ যদি বলে, ''রূপক সহ সবগুলো আয়াত-ই আমার কাছে সহজবোধ্য ও পরিস্কার; অনন্ত শুধু বুঝতে পারছেনা, কারণ অনন্তের হয়তো বোঝার ইচ্ছেও নেই'' - সেক্ষেত্রে কিন্তু অনন্তের কিছু বলার থাকবে না। তবে আমি এতোটা সহজ পথ নিচ্ছি না। কারণ আমার উদ্দেশ্য তো আর এরকম না যে, যেন-তেন করে কাউকে যে কোনভাবে কন্‌ভিন্‌সড্‌ বা বোল্‌ড্‌ আউট করতে হবে। আর আমি নিজেই তো কিছু কিছু বিষয়ে এখনও সংশয় প্রকাশ করি। প্রশ্নটা যেহেতু অত্যন্ত জেনারেলাইজড্‌, আর কী-ই বা বলবো বুঝতে পারছি না। তোমার মতো আমিও এখানে সংশয়বাদীর দলে থেকে গেলাম।

নাম্বার-৫:

এখানে পরস্পর বিরোধীতার আমি কিছু দেখছিনা অথবা তোমার প্রশ্ন হয়তো আমি বুঝতে পারছি না।

নাম্বার-৬:

কোরানে 'অন্ধভাবে' বিশ্বাস করার কথা কোথাও লিখা নেই বলেই জানি। সম্ভব হলে একটি আয়াত দিয়ে দেখিয়ে দিও। না দেখাতে পারলে 'অন্ধভাবে' বা 'অন্ধ-বিশ্বাস' কথাটা টেনে না নিয়ে আসাই ভালো। বিশ্বাস মানেই কিন্তু অন্ধ-বিশ্বাস নয়! তুমি কিন্তু তোমার বাবাকে একদম অন্ধভাবে বিশ্বাস করোনা। কিছু ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু বিশ্বাস করো। আয়াত ৩:৭ এ-ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করার কথা বলা হয় নি, 'অন্ধ' শব্দটা তোমার নিজের আবিস্কার। 'ঈমান আনার' অর্থ অন্ধভাবে বিশ্বাস নয়। শুধু

মোল্লারা এ কথা বলে। সম্ভব হলে মুক্তমনা সাইট থেকে 'হাইজাকিং অব ইসলাম' বইটি পড়ে নিতে পারো। যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে, কোন অনর্থক বিষয়ে অযথায় মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিছুটা এরকম।

নাম্বার-৭:

আমার মনে হয় বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে, থাকাটাই স্বাভাবিক। সম্ভব হলে ইউসুফ আলীর অনুবাদ ব্যবহার করতে পারো। যদিও আয়াত ১৭:৩৬ তে সরাসরি রিসার্সের কথা বলা নেই, কিন্তু যখন কোথাও 'Follow not that of which you have not the knowledge' এরকম কিছু লিখা থাকে সেখানো থেকে অনুমান করাটা খুব কঠিন না যে, সেখানে নলেজ ছাড়া কোন কিছু ফলো করতে নিষেধ করা হয়েছে। নলেজ তাহলে কিভাবে অর্জন করা যাবে? ওয়েল, রিসার্স একটি ওয়ে হতে পারে। যেহেতু আয়াত ১৭:৩৬ তে স্পষ্ট করে কোরান বা কোরানের বাহিরের কিছু উল্লেখ নেই, স্বাভাবিকভাবেই কোরান সহ যে কোন বিষয় ধরে নেওয়া যেতে পারে।

নাম্বার-৮:

'চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে' - কথাটার মাধ্যমে কি এক-ভাবে রিসার্সারদের বুঝানো হচ্ছে না? রিসার্সার-রাই তো চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাই না। একদম লিটারাল অর্থ খুঁজতে গেলে কিভাবে হবে। নিজের মাথাটাও তো একটু খাটাতে হবে।

নাম্বার-৯:

না, আয়াত ৩:৭ আয়াত ৩৮:২৯ কে কোনভাবেই আটকে দিচ্ছে না। 'জ্ঞানী লোকেরা এসব ব্যাখ্যার পিছনে যেন অনর্থক সময় নষ্ট না করে' - এখানে এসব ব্যাখ্যা বলতে কোন্ সব ব্যাখ্যাকে বুঝানো হয়েছে সেটা তো বুঝতে হবে। আয়াতটাতে কিন্তু সবকিছুর কথা বলা হয় নি। যেগুলো একদমই বোধগম্য হচ্ছেনা সেগুলোর কথা হয়তো বলা হতে পারে।

নাম্বার-৯:

তোমার নাম্বারিং-এ ভুল হয়েছে। ৯-নাম্বার প্রশ্ন দু'বার এসেছে। আমিও সেভাবেই উত্তর দিচ্ছি। জ্ঞানবান লোকের সংজ্ঞাতে সমস্যা কোথায় তা তো বুঝলাম না। যারা গডের ক্রিয়েশন নিয়ে চিন্তা-গবেষনা করে ও গডের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাদের জ্ঞানবান বলা হয়েছে। আনুগত্য প্রকাশ অর্থ তোষামোদি করা নয়। কোরান অনুযায়ী আল্লাহ তো আর মৃত না, বরং জীবিত কিছু একটা! সব খানিতেই তোষামোদি আছে! তোষামোদি পছন্দ করা আল্লাহর একটি এ্যাট্রিবিউট-ও হতে পারে! মানুষ যেখানে মানুষেরই তোষামোদি করছে সেখানে 'Lord of The Universe' এর তোষামোদি করতে তো কোন লজ্জা থাকার কথা না, তাই না? এনিওয়ে, 'তোষামোদি' ও 'তেল মর্দন' তোমার নিজের আবিস্কার!

আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, আয়াত ৩:৭ অন্যান্য সকল আয়াতকে আটকে দেবে কেন? কোরানে 'আসমান' বা 'আকাশকে' হেভেন (Heaven, NOT Paradise) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আসমান বা হেভেন বলতে পৃথিবীর বাহিরের সবকিছুকেই (Space, planets, stars etc) বুঝানো হয়েছে (2:255,

etc)। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে আমি তো কোন সমস্যা দেখি না। আর 'আসমানসমূহ' বলতে কিছু কিছু স্কলার বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরকে বুঝানো হয়েছে বলে থাকেন। যদিও বিষয়টা আমি ১০০% নিশ্চিৎ না। তাছাড়াও কোরানে একই শব্দ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

নাম্বার-১০:

আয়াত ১০:২৪ কে উদাহরন হিসেবে যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে বাদ দিয়ে দাও। তাছাড়া অন্য কোন সমস্যা তো দেখি না। তুমি তো ভুল-টুলের কথা কিছু বল নাই। ইউসুফ আলীর অনুবাদে 'খুলে খুলে বর্ণনা করি' বলে কিছু দেখছি না। দয়া করে এর পর থেকে ইংরেজী একটি অনুবাদ ব্যবহার করো।

নাম্বার-১১:

যারা চিন্তা-ভাবনা করে না তাদেরকে অন্ধের সাথে তুলনা করা হয়েছে, আর যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদেরকে চক্ষুস্মান ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আমি অস্বাভাবিক তো কিছু দেখছিনা। তুমি যেটা অনুমান করেছ সেটা হয়তো তোমার মনগড়া কথা। মনগড়া কথার লজিক্যাল কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব না।

তুমি ৩:৭ রূপক আয়াতের সাথে আরো অনেকগুলো আয়াতকে গুলিয়ে ফেলেছো, যেটা প্রথমেই বলেছি। সুতরাং আমার বেশ অসুবিধা হচ্ছে তোমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে। ৬:৯৮ আয়াতকে তো আমি রূপক বলিনি। দয়া করে আমার লেখাটা আরেকবার ভালো করে পড়ে নাও।

কিছু কিছু প্রশ্ন যেমন 'এটা না হয়ে ওটা হলো না কেন?', 'ওটা না হয়ে সেটা হলো না কেন?' - এগুলোর কিন্তু লজিক্যাল উত্তর দেওয়া সম্ভব না। কারণ কেহ যদি উত্তরে বলে : 'কেন না?', 'কেন হবে না?' - সেক্ষেত্রে কিন্তু করার কিছুই থাকবে না।

তোমার প্রশ্নগুলি এবং বক্তব্য আমি মোটেও অন্যভাবে নিই নাই। বরং আমার মতো একজনকে প্রশ্ন করার জন্য খুব খুশীই হয়েছি। তুমি যে কোন প্রশ্ন করতে পারো। আমার কোনই আপত্তি নেই।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের উপর তোমার প্রপোজালকে আমি মেনে নিলাম। আমার মনে হয় তুমিই সঠিক। তুমি এ ব্যাপারে একটা পদক্ষেপও নিতে পারো।

ভালো থেকো।

রায়হান

11-Sept-2006

ahumanb@yahoo.com